দৈনিক সংবাদ 008

তারিখ 0 8 APR 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের আহ্বানে গতকাল সোমবার বঙ্গভবনের সামনে বিশ্ববি ধর্মঘট পালনকালে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপি পাঠ করছেন ফেডারেশনের সভাপতি।

২০শে এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সর্বাত্মক ধর্মঘট

বঙ্গভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট ও স্মারকলিপি পেশ

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের আহ্বানে দু'দিনব্যাপী ধর্মঘট পালনের শেষদিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকবৃন্দ গতকাল সোমবার বঙ্গভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন এবং রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

দুপুরে অনুষ্ঠিত ফেডারেশ-

(শেষ পৃ: ১-এর ক: দ্র:)

(১ম পাতার পর)

নের কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী সভায় নেয়া এক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, স্মারকলিপিতে উল্লেখিত দাবীগুলো সম্পর্কে অবিলম্বে সরকার ইতিবাচক সাড়া না দিলে আগামী ২০শে এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকাসহ সর্বাত্মক ধর্মঘটের মাধ্যমে প্রতিবাদ দিবস পালন করবেন।

স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায়, শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি দাবীতে আন্দোলনরত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দ্বিতীয় দিনের মত ক্লাস নেয়া ও প্রশাসনিক কাজকর্ম বর্জন করে গতকাল সোমবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে যোগ দেন। ফেডারেশনের সভাপতি জনাব কে,এম সাদউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি বক্তৃতা করেন। শিক্ষকরা এরপর মৌন মিছিল করে বঙ্গভবনে যান। বঙ্গভবনের অদূরে পুলিশ মিছিলটিকে বাধা দিলে শিক্ষকরা আরেকটু এগিয়ে বঙ্গভবনের সামনের রাস্তার উল্টোদিকের ফুটপাতে ৪৫ মিনিট অবস্থান ধর্মঘট করেন। এর মধ্যে ফেডারেশনের সভাপতি ও মহাসচিব এবং ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬জন প্রতিনিধি বঙ্গভবনের গেটে গিয়ে একজন পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

দুপুরে অনুষ্ঠিত ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় আন্দোলনের ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে ১০ সদস্যের একটি ষ্টায়িং কমিটি গঠিত হয়েছে। সভার আরেক সিদ্ধান্তে ফেডারেশনের উদ্যোগে আগামী ৩০শে এপ্রিল 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠান এবং সেখান থেকে জাতীয় মহাসমাবেশের কর্মসূচী ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আটক শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া হয়েছে

ধর্মঘটী শিক্ষকদের প্রতি সরকারের সদিচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেফতারকৃত সকল শিক্ষককে গতকাল সোমবার মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং সকল আটকাদেশ বাতিল করা হয়েছে।

এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয়: শিক্ষকদের মর্যাদা, কল্যাণ ও দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে সরকার এযাবৎ সম্ভাব্য যা কিছু করেছেন সে বিষয়ে কারো মনে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

সরকার আশা করেন যে, ধর্মঘটী শিক্ষকবৃন্দ সার্বিক জনস্বার্থ বিবেচনায় অবিলম্বে কাজে যোগদান করে দেশে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনবেন।